সমকাল

তারিখ ... 2-6-SEP-2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

প্রাথমিক শিক্ষা

মহতী উদ্যোগ কেন থমকে আছে?

চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এর ফলে বেতন ও অন্যান্য সুবিধার বিবেচনায় উপকৃত হওয়ার কথা ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের। তিন ধাপে এর বাস্তবায়ন হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন। বেশির ভাগ শিক্ষকেরই আশা ছিল, প্রথম ধাপে তারা উপকৃত হবেন। কারণ, ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই প্রায় ২৩ হাজার নিবন্ধিত স্কুলের ৯১ হাজারের বেশি শিক্ষকের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো সুবিধা পাওয়ার কথা। রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে শিক্ষকদের মহাসমাবেশে এ সুসংবাদ ঘোষণাকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকদের দাবি ন্যায্য যৌক্তিক এবং তা আমি উপলব্ধি করেছি।' এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে পরদিন ১০ জানুয়ারি সমকালের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত লক্ষাধিক শিক্ষকের পরিবারে মহোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার্থীদেরও তাদের প্রিয় শিক্ষকদের আর চোখের জল দেখতে হবে না। এ যে বড় প্রাপ্তি।' কিন্তু হায়, সাড়ে আট মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ বা সরকারীকরণ চূড়ান্ত করতে পারেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে গভীর হতাশা। জাতীয়করণের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, সেটা তাদের অজানা। সংশয়-শঙ্কাও রয়েছে– সরকারের শেষ সময়ে এসে সবকিছু অনিশ্চিত হয়ে পড়বে না তো? বর্তমান মহাজোট সরকার পুনর্নির্বাচিত না হলে এ অর্জন ভেস্তে যাবে না তো? তবে কেবল অনিশ্চয়তাতেই দিন কাটছে না হাজার হাজার শিক্ষকের, তাদের অনেকে চাকরি জাতীয়করণ নিয়ে শুরু হয়েছে রীতিমতো বাণিজ্য। মন্ত্রণালয়ের নানা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তথাকথিত কিছু শিক্ষক নেতা তাদের কাছ থেকে নানা অঙ্কের অর্থ আদায় করছেন। বলা হচ্ছে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকা পড়েছে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া। এ জট ছাড়াতে হলে ঘুষ দিতে হবে। যারা এতে শরিক হবে না, তাদের নাম সরকারের খাতায় উঠবে না।' এই প্রতারণার ফাঁদে ধরা দিতে বাধ্য হচ্ছেন হতভাগ্য শিক্ষকরা, যারা ৯ জানুয়ারি প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর আনন্দে নেচে উঠে বলেছিলেন, 'জীবনে এমন আনন্দের দিন আর আসেনি।' কাদের কারণে এমন আনন্দ নিরানন্দ ও বেদনায় পরিণত হলো? শিক্ষকদের অভিযোগ, আমলাতান্ত্রিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। বুধবার সমকালে 'প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি নিয়ে জাতীয়করণ বাণিজ্য' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আর স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষক নেতাদের হাতেই বেশির ভাগ শিক্ষক টাকা দিয়েছেন। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বলেছেন, 'প্রতারক চক্রকে শিক্ষকদের কোনো অর্থ প্রদানের দরকার নেই। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন ধাপে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত এমনিতেই বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে প্রথম ধাপেই ৯১ হাজারের বেশি শিক্ষক সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন।' কিন্তু যে শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর এমন যুগান্তকারী ঘোষণার পর আট মাস ধরে বেতনই পাচ্ছেন না, তারা এমন সুন্দর কথায়ও যে ভরসা রাখতে পারছেন না। এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষা কার্যক্রমে। সামনেই বার্ষিক পরীক্ষা। হতাশ ও ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে কতটা মনোযোগী হবেন, সে প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই আসে। প্রধানমন্ত্রী যখন কোনো ঘোষণা দেন তখন ধরে নেওয়া হয়, যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা হয়নি কেন, তার জবাবদিহি অবশ্যই থাকতে হবে।